দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 OCT 1991
পৃষ্ঠা 9 কলাম 8

17

ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়ে বই ক্রয়ে ২০ লাখ টাকার কারচুপির অভিযোগ

।। সংবাদদাতা ।।

কুষ্টিয়া, ২৫শে অক্টোবর।–ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত অর্থ বছরে আনু মানিক ২০ লক্ষ টাকার বই ক্রয় নিয়ে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ পাওয়া গেছে। বই ক্রয় করেছে "পারচেজ কমিটি।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী লাইব্রেরী কমিটি বই ক্রয়ের বিষয়টি দেখে থাকে। এই লাইব্রেরী কমিটিতে থাকে বিভাগীয় সভাপতি ও শিক্ষকগণ। অথচ বিতর্কিত এই "পারচেজ কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসাব পরিচালক নজরুল ইসলাম চৌধুরী ছিলেন অন্যতম।

জানা যায়, লাইব্রেরী কমিটি প্রত্যেক বিভাগের শিক্ষকদের দেয়া তালিকা /চাহিদা অনুযায়ী বই ক্রয় করার নিয়ম থাকলেও এক্ষেত্রে তা ঘটেনি। ফলে অনেক অপ্রয়োজনীয় এবং অবাঞ্ছিত বইয়ের ভিড় জমেছে।

আবার বইয়ের মূল্যের পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। যেমনঃ গাজী শামছুর রহমানের "রেজিস্ট্রেশন আইনের ভাষ্য" বইটিতে মূল্য লেখা ৫০ টাকা, বিলে রয়েছে ৯০০ টাকা। বিল নং ৬১,২১/৭/৯১. সরবরাহকারী ইন্টার ন্যাশনাল প্রিমিয়ার বুকস, বকসি বাজার রোড, ঢাকা। "আধুনিক বাংলা গান" বইটিতে মূল্য লেখা ২৫ টাকা। বিল হয়েছে ১৬০/৫০ টাকার। বিল নং ১৩৬।

"ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস" মুদ্রিত মূল্য ৭৫ টাকা, বিলে ৪৮৩ টাকা। বিল নং-১৩৬। "আরব্য রজনী" মূল্য ৬০ টাকা, বিল ৭৯২ টাকা, বিল নং-১৩৩। মহাভারত (১ম খন্ড) মূল্য ১০০ টাকা, বিল ১৯৮০ টাকা, নং-১৪১। "বিদ্যাসাগর রচনাবলী" মূল্য ২৫০ টাকা, বিল ১২৩৭ টাকা নং-১৩০। "বিদ্যাসাগর রচনাবলী" মূল্য ২৫০ টাকা, বিল ১২৩৭ টাকা নং-১৩০।

আরো জানা যায়, "রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা" মূল্য ৮৫ টাকা, বিল ৪৯৫ টাকা, বিল নং-১২৯। "বাংলা মঙ্গল কাব্যের ভূমিকা" মূল্য ৩০০ টাকা, বিল ১৬৫০ টাকা, বিল নং-১২৯। এই রকম অবিশ্বাস্য আরো রয়েছে। কিন্তু আরবী বইগুলির গায়ে কোন মূল্য লেখা নেই, সেগুলির বিল কত হবে?

প্রফেসর হায়াৎ মাহমুদ এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানালে প্রাক্তন উপাচার্জ ডঃ সিরাজুল ইসলাম তাকে চাকরিচ্যুত করেন। অথচ এই অন্যায়ের সংগে জড়িত 'পারচেজ কমিটির' সদস্যরা (?) এখনও বহাল থাকায় নানা প্রশ্ন দেখাদিয়েছে।